দৈনিক বাংলা

তারিখ ২২।৮।৮০
পৃষ্ঠা

092

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

সরকার আগামী '৮৫ সনের মধ্যে দেশে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ উদ্দেশ্যে প্রতিটি গ্রামে একটি করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। চলতি বছর থেকেই এ কাজ শুরু হবে বলে সরকারী সূত্রে জানা গেছে। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন থানায় অবলুপ্ত বিদ্যালয়গুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

বর্তমানে দেশে ৪০৩১৩টি বিদ্যালয় চালু রয়েছে। এগুলোর শিক্ষক সংখ্যা ১৩,৫000 জন। আমাদের দেশে গ্রামের সংখ্যা ৬৫ হাজার। এই হিসাবে ⅔ অংশ গ্রামে একটি করে বিদ্যালয় আছে। কোন কোন গ্রামে একাধিক বিদ্যালয়ও রয়েছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশ বেড়েছে। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক নেই। প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্রছাত্রীও নেই। ফলে অনেকগুলি বিদ্যালয় সঠিকভাবে চলছে না। কারণ এগুলি প্রতিষ্ঠাকালে প্রকৃত চাহিদা যাচাই না করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাতযোগিতার ভিত্তিতে এগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একথা সত্য যে বিদ্যালয় না চললেও শিক্ষকগণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যথানিয়মেই বেতন পেয়ে যাচ্ছেন।

সাবেক আমলের বিদ্যালয়গুলির অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই করুণ। ঐসব বিদ্যালয়ে যেমন প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব রয়েছে, তেমনি রয়েছে ঘরদোর ও আসবাবপত্রের অভাব। অর্থাৎ ওগুলোর অবস্থা আগে যেমন ছিলো, এখনও অনেকটা তেমনি রয়েছে স্বাধীনতার পর গত ৮ বছরেও সেগুলির জীর্ণ ও বিশীর্ণ চেহারার তেমন কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি।

এই পুরাতন বিদ্যালয়গুলিকে সঠিকভাবে চালু করতে হলে প্রত্যেকটিতে অন্তত ৫ জন করে শিক্ষক নিয়োগ অত্যাবশ্যক। এই হিসাবে দেশে ২৫ হাজার শিক্ষকের দরকার। কারণ 80 হাজার বিদ্যালয়ে ৫ জন করে শিক্ষক নিয়োগ করলে ২ লাখ শিক্ষকের প্রয়োজন। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন থানায় এমন বহু বিদ্যালয় রয়েছে যেগুলির শিক্ষক সংখ্যা ১ জন বা ২ জনের বেশি নয়। অথচ তাদেরকে খাতায়-পত্রে ৫টি শ্রেণী দেখাতে হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে এসব বিদ্যালয়ে দু একটি শ্রেণী ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রী নেই মোটেই।

আমাদের মতে, প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিকে সঠিকভাবে চালু করতে পারলে দেশের শতকরা ৮০ ভাগ ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়ার সুবিধা সৃষ্টি হবে।

প্রথমত চালু বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ এবং ছাত্র বিহীন একাধিক বিদ্যালয়কে সংযুক্ত করা হলে শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষক সংকটও দূর হবে। দ্বিতীয়ত প্রতিটি বিদ্যালয় এলাকার বিদ্যোৎসাহী ও ধনবান লোকদের চাঁদা দিয়ে একটি তহবিল গঠন করতে হবে। এই তহবিলের টাকা দিয়ে গরীব ছাত্রছাত্রীদের খাতা, বই পুস্তক, স্লেট-পেন্সিল, জামা-কাপড় ইত্যাদি কিনে দিলে তারা বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে হাজির হবে বলে আশা করা যায়।

দেশের আউশ, আমন ও বোরো এই তিনটি প্রধান ফসল দিয়ে আলোচ্য তহবিলটি সৃষ্টি করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য অনুরূপ তহবিলের সাহায্যেই দেশের অগণিত মক্তব, মাদ্রাসা ও মসজিদ যুগ যুগ ধরে চলছে। দেশের ইউনিয়ন ও থানা পরিষদগুলো তহবিল সৃষ্টির ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এই তহবিলের টাকায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে ২/১ জন করে শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব।

তৃতীয়ত শিক্ষকদেরও কেউ কেউ কর্তব্যে অবহেলা করেন। অনেকের অভিযোগ, বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হ্রাসের পেছনে এই কারণটি অনেকাংশে দায়ী। সুতরাং সকল শিক্ষককে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে।

চতুর্থত অনেক বিদ্যালয়ের স্থায়ী ঘর নেই, নেই প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র। এই সমস্যা সমাধানের একটি সহজ উপায় আছে। বিদ্যালয়গুলির নামকরণ স্থানীয় বিত্তশালী ও বদান্য ব্যক্তিদের নামে করা হলে তারাই এসবের খরচ বহন করবেন বলে আশা করা যায়। তাহলে সরকারও রেহাই পেতে পারেন ব্যয় সংকট থেকে। কারণ আজকাল এ সংকটই প্রাথমিক শিক্ষার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বৃটিশ আমল থেকে এমনিভাবে শত শত স্কুল কলেজ ব্যক্তি বিশেষের দানে ও নামে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সগৌরবে চলছে। মোট কথা, দেশের চালু বিদ্যালয়গুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারলেই সেগুলি ছাত্রছাত্রীতে ভরে যাবে ও গ্রামে গ্রামে বাধ্যতামূলক বিদ্যালয়ের রূপ নেবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত হবে এবং শিক্ষিতের হার বাড়তে থাকবে।

—এম এ বশির